সাট্‌সা, পশ্চিমবঙ্গের ৭৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন ও আন্তর্জাতিক মহিলা কৃষক বর্ষ-২০২৬ উপলক্ষে কৃষিতে মহিলাদের অবদানের স্বীকৃতিতে সম্মাননা জ্ঞাপন

কৃষি অনন্যা

স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (সাট্‌সা), পশ্চিমবঙ্গ

কৃষি অনন্যা

আন্তর্জাতিক মহিলা কৃষক বর্ষে মহিলা কৃষকবৃন্দকে সাট্‌সা, পশ্চিমবঙ্গের সমাদর ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন

"বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা কিছু এল পাপ-তাপ, বেদনা-অশ্রুবারি,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী"।

বহু যুগ আগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখে গিয়েছিলেন এই অমোঘ বাণী। যার সত্যতা আজও ২০২৬ সালে দাঁড়িয়েও, দেশ-কাল-ভাষা-সংস্কৃতি নির্বিশেষে মানুষের কাছে আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মানবসভ্যতার অন্যতম প্রধান ভিত্তি কৃষি, আর কৃষির শক্ত ভীত গড়ে তুলেছে অসংখ্য নারী। তাই গোটা বিশ্বজুড়ে কৃষিকাজ এবং কৃষি-সংলগ্ন ক্ষেত্রগুলিতে নারীদের অবদান আজ অস্বীকার করার অবকাশ নেই। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মঞ্চে মহিলা কৃষকদের শ্রম, দক্ষতা এবং নেতৃত্ব স্বীকৃতি পাচ্ছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফ থেকে ২০২৬ বছরটিকে ঘোষণা করা হয়েছে "আন্তর্জাতিক মহিলা কৃষক বর্ষ" হিসাবে। যা বিশ্ব-দেশ-রাজ্যব্যাপী অসংখ্য মহিলা কৃষকদের কৃষিক্ষেত্রে প্রভূত অবদানের প্রেক্ষিতে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বীকার এবং সম্মান প্রদর্শন। তাই ইতিহাসের পাতা হোক কিংবা চাষের জমিতে নারীর অবদান ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। সর্বোপরি মহিলা কৃষকরা যে কৃষি রবির প্রধান এবং অন্যতম আলোর উৎস সেকথা আজ অস্বীকার করা যায় না। তাই কৃষি ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে বিশ্বের অসংখ্য মহিলা কৃষকদের অবদানকে স্বীকৃতি ও সম্মান জানাতেই এই উদ্যোগ।

এই গর্বের মুহূর্তে সাট্‌সা তার ৭৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের কিছু অসামান্য মহিলা কৃষক ও কৃষকগোষ্ঠীকে সম্মানিত করছে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার থেকে শুরু করে, সব্জি চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৌমাছিপালন ও বিপণন, সব ক্ষেত্রেই তাঁরা আজ সফল। তাই সাট্‌সা, পশ্চিমবঙ্গ এই আন্তর্জাতিক মহিলা কৃষক বর্ষে আমাদের রাজ্যের প্রতিটি মহিলা কৃষক রত্নদের প্রতি জানায় গভীর শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক অভিনন্দন।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পেও তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁরা আজ দক্ষ হাতে উৎপাদন করে চলেছেন, জ্যাম-জেলী-মার্মালেড- আচার-কাসুন্দির মত লোভনীয় সব খাদ্য উপকরণ। অন্যদিকে বাণিজ্যিকভাবে মৌমাছিপালন, মধু উৎপাদন ও বিপণনের পাশাপাশি স্ব-উৎপাদিত বিভিন্ন দেশীয় প্রজাতির ধান থেকে উপাদেয় মুড়ি, চিঁড়ে, খই, নাড়ু প্রস্তুত ও বিপণন—এসমস্ত কিছুই করে চলেছেন অত্যন্ত সাবলীলভাবে এবং সফলতার সঙ্গে।

আন্তর্জাতিক মহিলা কৃষক বর্ষ - ২০২৬ উপলক্ষে সাট্‌সার ৭৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অগ্রণী পাঁচ জন কৃতি মহিলা কৃষক ও কৃষক গোষ্ঠী - যথাক্রমে সমাপ্তি মন্ডল, আনখোলা, হাবরা-১ ব্লক, উত্তর ২৪ পরগণা; মৌসুমী বিশ্বাস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ; তাপসী রায়, নগরউখরা, হরিণঘাটা, নদীয়া; হোসনেওয়ারা বিবি, রায়পাড়া, পশ্চিম ঘুঘুমারি, কোচবিহার এবং লক্ষ্মী কর্মকার, বাঁধগড় মহিলা ফার্মাস ক্লাব, বাঁধগড়, পুরুলিয়া-২ ব্লক, পুরুলিয়া এদের সম্মান জানাতে পেরে আমরা গর্বিত।

সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গ আজকে এই প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষ তথা আন্তর্জাতিক মহিলা কৃষক বর্ষে আমাদের রাজ্যের এই মহিলা কৃষকবৃন্দকে কুর্নিশ জানিয়ে 'কৃষি অনন্যা' সম্মানে ভূষিত করছে।

সাট্‌সা, পশ্চিমবঙ্গের সকল সদস্য আপনাদের উদ্দেশ্যে সমস্বরে গেয়ে ওঠে;

"মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পূণ্যে, হে কোমল প্রাণ।
মৌনী মাটির মর্মের গান কবে, উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে, ফলে, পল্লবে, হে মোহন প্রাণ"।।

তাপসী রায়, নগরউখরা, হরিণঘাটা, নদীয়া

তাপসী রায় নদীয়া জেলার অন্তর্গত হরিণঘাটা ব্লকের নগরউখড়া গ্রামের এক সাধারণ কৃষক পরিবারের গৃহবধু। তার জীবনের পরিবর্তনের সূচনা হয় ২০১৬ সাল থেকে, যখন তিনি শীতল স্বনির্ভর দলের সদস্যা হিসাবে **BRAIPRD**-এ প্রশিক্ষণের সুযোগ পান। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেখা, আধুনিক কৃষির বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন মাটির স্বাস্থ্য ভালো রাখার উপায়, সুসংহত পদ্ধতিতে রোগ পোকা দমন, কেঁচোসার তৈরি ইত্যাদি

তিনি শুধু নিজের জমিতেই নয়, তার দলের অন্যান্য সদস্যদের জমিতেও প্রয়োগ করে এলাকার কৃষিতে জৈব পদ্ধতিতে চাষের এক বিপ্লব এনে দেন। তার এই প্রয়াসকে মাথায় রেখে তাকে ২০১৬ সালেই রাজ্য সরকারের **CMSA** প্রজেক্টে অন্তর্ভুক্তি করানো হয় এবং তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষী পরিবারদের হাতে কলমে জৈব চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি শেখাতে শুরু করেন ও মাঠে প্রয়োগ করা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি কৃষি প্রযুক্তির সাথে প্রাণী পালনেরও প্রশিক্ষণ নেন এবং কৃষি দপ্তরের সহায়তায় ভার্মিপিট পেয়ে কেঁচোসার তৈরি করা শুরু করেন। ধীরে ধীরে দপ্তরের সাথে তার যোগাযোগ আরও নিবিড় হয় এবং দপ্তরের বিভিন্ন উন্নত প্রকল্প যেমন ড্রাম সিডার, নেলউইডার, ফোয়ারা সেচ ইত্যাদির ব্যবহার ব্লক এর বিভিন্ন প্রান্তে চাষীদের কাছে পৌঁছে দেন। তিনি কৃষকদের আয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পাঁচশো পরিবারকে একত্রিক করে শচীমাতা **FPC** গঠন করেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রম আজ শুধু নিজের পরিবারে নয় বহু পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে সক্ষম হয়েছে।

হোসনেওয়ারা বিবি, রায়পাড়া, পশ্চিম ঘুঘুমারি, কোচবিহার

১১ বছর আগে হোনসেওয়ারা বিবি ছিলেন একজন সাধারণ গ্রামীণ গৃহিণী যিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত জেলা কোচবিহারে একজন খেতমজুর হিসেবে তার স্বামীকে কৃষিকাজে সহায়তা করতেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের নির্দেশনায় তিনি **NFSM, BGREI, ATMA** ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে ধানের বীজতলা কারখানা তৈরীর কাজ করে একজন কৃষি উদ্যোক্তা হয়ে উঠেছেন। তিনি সংরক্ষণ কৃষির ধারবাহিক অনুশীলন এবং প্রচারে একজন চ্যাম্পিয়ন কৃষকও হয়ে উঠেছেন। জিওল মাছ চাষ, বিজ্ঞান সম্মতভাবে ছাগল পালন, **RIR** মুরগি

পালনের সাফল্য তাকে এলাকার একজন মডেল কৃষি উদ্যোক্তা হতে সাহায্য করেছে এবং প্রতিবেশী কৃষকদের কৃষিতে আয় ৩ থেকে ৪ গুণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবর্তনের সূচকগুলি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছে। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা সংরক্ষণ কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণে তাকে সহায়তা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত **CHC** হোসনেওয়ারা বিবির প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি মডেলের বিকাশে সহায়তা করেছে। সংরক্ষণ কৃষির ধারাবাহিক অনুশীলনের মাধ্যমে হোসনেয়ারা নিজে এবং পার্শ্ববর্তী কৃষকদের সংরক্ষণ কৃষির লাভ উপভোগ করতে উৎসাহিত করেছেন।

লক্ষ্মী কর্মকার, বাঁধগড় মহিলা ফার্মার্স ক্লাব, বাঁধগড়, পুরুলিয়া–২ ব্লক, পুরুলিয়া

বাঁধগড় মহিলা ফার্মার্স ক্লাব একটি নারী পরিচালিত কৃষক স্বনির্ভর গোষ্ঠী যা মূলত গ্রামীণ নারীদের কৃষি ও কৃষিভিত্তিক জীবিকায় স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে গঠিত। এই গ্রুপটি সমবায় ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে। গ্রামীণ নারী কৃষকদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন, আধুনিক ও টেকসই কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ ও পরিবারভিত্তিক আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য কাজ করে চলেছেন।

কৃষির সঙ্গে পশুপালন ও মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ যুক্ত করে সরকারি প্রকল্পের সুবিধাগুলি মহিলা সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই সংস্থার লক্ষ্য। সংস্থার প্রধান কার্য্যক্রম - ১. কৃষিতে বিভিন্ন জাতের ধান চাষ, মিলেট চাষ (পুষ্টিকর শস্য), তৈলবীজ চাষ (সরিষা, চিনাবাদাম), ডাল চাষ (মুগ, মুসুর, মটর, অড়হর ইত্যাদি), মরশুমি ও বারোমাসি সবজি চাষ। ২. কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ যেমন মাশরুম চাষ (পুষ্টি ও আয়ের উৎস) ও ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন (জৈব সার)। ৩. পশুপালন ও সহায়ক জীবিকা হাঁস ও মুরগি পালন, ছাগল পালন ও জৈব চাষে সচেতনতা। ৪. উৎপাদিত পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও বাজার সংযোগ, সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ আরও বাড়ানো, ক্ষুদ্র কৃষিভিত্তিক উদ্যোগকে **FPO/SHG** ক্লাস্টার পর্যায়ে উন্নীত করা, ডিজিটাল মার্কেটিং ও সরাসরি বিক্রির ব্যবস্থা। বাঁধগড় মহিলা ফার্মার্স ক্লাব শুধু একটি কৃষক গোষ্ঠী নয়—এটি গ্রামীণ নারীদের আত্মনির্ভরতা, সম্মান ও সম্ভাবনার প্রতীক। এই গ্রুপ প্রমাণ করছে যে সঠিক দিশা, প্রশিক্ষণ ও ঐক্য থাকলে নারী কৃষকরাই হতে পারেন গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড।

সমাপ্তি মন্ডল, আনখোলা, হাবরা–১ ব্লক, উত্তর ২৪ পরগণা

সমাপ্তি মন্ডল হাবরা ব্লকের আনখোলা গ্রামের একজন প্রগতিশীল মহিলা কৃষক। স্নাতকতার পর উনি কৃষির সঙ্গে ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে পড়েন। ছোটবেলা থেকেই পরিবারের সাথে চাষের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে ২০১৫ সালে বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে সরাসরি কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথম থেকে পুরাতন পদ্ধতিতে চাষ করে এসেছে তবে বর্তমানে নতুন প্রযুক্তিগত পদ্ধতি অর্থাৎ ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে ধান চাষ ও পলিমালচীং পদ্ধতিতে পটল চাষ করেছেন। মোট ৩ বিঘা জমিতে ধান, সরষে, আলু, শীতকালীন সবজি চাষ, বাদাম চাষ, তিল, ওল চাষ, ফুল চাষ ও বিভিন্ন সবজি করেন। সরকারি দপ্তর থেকে ভরতুকিতে পাওয়ার টিলার ও জল সেচের জন্য মেশিন পেয়েছেন। কীটনাশক ও অণুখাদ্য সঠিক ব্যবহার করে কৃষিকাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। ভবিষ্যতে চাষকে পুরাতন পদ্ধতির সঙ্গে নতুন যান্ত্রিক পদ্ধতির সংমিশ্রণে একটি উন্নত জায়গায় কৃষিকে দেখতে এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারের উপর ভরসা করে চাষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে। কৃষি ক্ষেত্রে তার সাফল্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রশংসিত হয়েছে।

মৌসুমী বিশ্বাস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর ব্লকের, ছয়ঘড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক মহিলা কৃষক হলেন শ্রীমতি মৌসুমী বিশ্বাস। তিনি তথাকথিত কৃষি কাজের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের কৃষি উন্নতিতে এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এর মধ্যে তিনি **এম - যামিনী** নামে এক উন্নত প্রজাতির ধানের উদ্ভাবন করেছেন যা উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। ২০১৪ সালে বহরমপুর ব্লকের আত্মা প্রকল্পের অধীনে তিনি প্রথম 'কৃষক রত্ন' পুরস্কারে ভূষিতা হন। ২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'কৃষক রত্ন' পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। ২০১৫ সালে সাট্সার 'কৃষি রবি' পুরস্কারে কৃষি মন্ত্রী দ্বারা পুরস্কৃত হন। ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'কৃষক সম্মান' পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'মাটির সম্মান' পুরস্কারে পুণরায় পরুস্কৃত হন। ২০২৩ সালে ভারতীয় সেনা দ্বারা 'সচ্চি স্যালুট' পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। ধান, গম, বিভিন্ন ধরনের সবজি, একাঙ্গী, পানের চাষ প্রভৃতির সাথে যুক্ত রয়েছেন। বহরমপুর ব্লক কৃষি অধিকর্তারকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তর থেকে পান চাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। আত্মা প্রকল্পের অধীনে পান চাষের উপর প্রদর্শনী সফল ভাবে রূপায়িত করেন। বর্তমান সময়ে তিনি বাংলাদেশ ও মায়ানমার দেশে পান রপ্তানি করতে সফল হয়েছেন যা থেকে পরবর্তীকালে তিনি বছরে ৮০ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা উপার্জন করে একজন স্বনির্ভর ও সফল কৃষি ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছেন। চাষের এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী গ্রামের মহিলা কৃষকদের নিয়ে ছয়ঘড়ি নবদীপা ফার্মার্স ক্লাব গঠন করে।

স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস্ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (সাট্সা), পশ্চিমবঙ্গ